সমকাল

05 AUG 2025

জুলাইয়ে রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৫ শতাংশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাসে রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৪৭৭ কোটি ডলারের। গত অর্থবছরের জুলাইয়ে রপ্তানি হয় প্রায় ৩৮২ ডলারের পণ্য। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ইপিবির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত জুলাই মাসে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ২৪ শতাংশের মতো বেড়েছে। গত মাসে প্রায় ৩৯৬ কোটি ডলার পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭৮ কোটি ডলার বেশি।

রপ্তানি আয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক সমকালকে বলেন, গত বছরের জুলাই ছিল আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মাস। স্বাভাবিকভাবেই মাসটিতে রপ্তানি আয় কম হয়েছিল। সে কারণে এ বছরের জুলাই মাসে গত বছরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি এসেছে। তবে জুলাই মাসে যে রপ্তানি আয় এসেছে, তা সন্তোষজনক। এ ধারা বজায় রাখতে হবে।

চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে তৈরি পোশাক ছাড়াও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, বিশেষায়িত বস্ত্র, হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটপণ্য, প্রকৌশল পণ্য, মাছ, প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। এ সময়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ডলার রপ্তানি আয় এসেছে, গত বছরের একই মাসে যা ছিল ৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার। কৃষিপণ্য থেকে জুলাইয়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৯ কোটি ডলারের কিছু বেশি। গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় এটি ১৩ শতাংশ বেড়েছে। কৃষিপণ্যের মধ্যে সবজি ও তামাকের রপ্তানি বেড়েছে। কমেছে চা রপ্তানি।

হোম টেক্সটাইলে গত মাসে রপ্তানি আয় এসেছে ছয় কোটি ৮০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এটি ১৩ শতাংশ বেশি।

বিভিন্ন প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি করে জুলাই মাসে এসেছে পাঁচ কোটি ৮২ লাখ ডলারের মতো। গত বছরের জুলাইয়ে এ খাতে রপ্তানি আয় এসেছিল তিন কোটি ৩৪ লাখ ডলার।

পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ৫ শতাংশ। জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছে পাঁচ কোটি ৫৪ লাখ ডলারের পণ্য। গত মাসে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রপ্তানি হয়েছে চার কোটি ১২ লাখ ডলারের। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যা প্রায় ৪৩ শতাংশ বেশি। বিশেষায়িত বস্ত্র রপ্তানি করে গত মাসে এসেছে তিন কোটি ডলার।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ঢাকা।

প্রথম আলো
05 AUG 2025

জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি ২৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ

ইপিবির পরিসংখ্যান

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৪৭৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের জুলাইয়ের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> **যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক এড়াতে গত জুলাইয়ে অনেক পণ্য জাহাজীকরণ হয়েছে। স্থগিত থাকা অনেক পণ্যও রপ্তানি হয়েছে। সে কারণে গত মাসে বেশ ভালো রপ্তানি হয়েছে।**
>
> **ইনামুল হক খান,** সহসভাপতি, বিজিএমইএ

পণ্য রপ্তানিতে নতুন অর্থবছরের শুরুটা বেশ ভালো হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৪৭৭ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত ২৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় গত জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানিতে ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার

ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। গত জুলাইয়ে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।

গত জুলাইয়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি

ইপিবির পরিসংখ্যান

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৪৭৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের জুলাইয়ের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> **যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক এড়াতে গত জুলাইয়ে অনেক পণ্য জাহাজীকরণ হয়েছে। স্থগিত থাকা অনেক পণ্যও রপ্তানি হয়েছে। সে কারণে গত মাসে বেশ ভালো রপ্তানি হয়েছে।**
>
> **ইনামুল হক খান,** সহসভাপতি, বিজিএমইএ

পণ্য রপ্তানিতে নতুন অর্থবছরের শুরুটা বেশ ভালো হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৪৭৭ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত ২৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় গত জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানিতে ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার পণ্য রপ্তানির এই হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গত জুলাই মাসের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের বিষয়ে চার মাস ধরে পাল্টা শুল্ক নিয়ে একধরনের অস্থিরতা ছিল। পাল্টা শুল্ক কার্যকরের ঠিক আগমুহূর্তে ৩১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর নতুন শুল্কহার ঘোষণা করেন। তাতে বাংলাদেশের শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমে হয় ২০ শতাংশ। পাল্টা শুল্ক কার্যকরের সময়সীমাও এক সপ্তাহ বাড়িয়ে ৭ আগস্ট নির্ধারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

প্রতিযোগী দেশের তুলনায় পাল্টা শুল্ক কাছাকাছি হওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত হন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা। একই সঙ্গে চীন ও ভারতের চেয়ে পাল্টা শুল্ক কম হবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, পাল্টা শুল্কের কারণে মার্কিন বাজারে পণ্যের দাম বাড়বে। তাতে চাহিদা কমতে পারে। অবশ্য বাংলাদেশের রপ্তানি কমার শঙ্কা কম। তার কারণ, উচ্চ শুল্কের কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ সরবে। এমন পরিস্থিতিতে মোটাদাগে ব্যবসা নিতে হলে গ্যাস-বিদ্যুতের জোগান নিশ্চিত, চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

কোন খাতে কত রপ্তানি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। তার আগের অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের পণ্য। সেই হিসাবে গত অর্থবছর শেষে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল সাড়ে ৮ শতাংশ।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে মোট রপ্তানির মধ্যে তৈরি পোশাকের হিস্যা ৮৩ শতাংশ। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৩৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। গত জুলাইয়ে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।

গত জুলাইয়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি ৯ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক ৮৬ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরে ৯৯ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৬ কোটি ৮১ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরে ৮৭ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এ ছাড়া গত জুলাইয়ে ৫ কোটি ৫৪ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৫ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরে ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছিল। এ ছাড়া গত মাসে ৫ কোটি ৮২ লাখ ডলারের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭৪ শতাংশে বেশি। গত জুলাইয়ে ৪ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ৪২ দশমিক ৭১ শতাংশ বেশি।

'ব্যবসা মন্দ নয়'

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি ইনামুল হক খান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাধারণত জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে তুলনামূলক কম পণ্য রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক এড়াতে গত জুলাইয়ে অনেক পণ্য জাহাজীকরণ হয়েছে। স্থগিত থাকা অনেক পণ্যও রপ্তানি হয়েছে। সে কারণে গত মাসে বেশ ভালো রপ্তানি হয়েছে।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ইনামুল হক খান বলেন, 'ভারত ও চীনের চেয়ে পাল্টা শুল্ক কম হওয়ায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছি। ফলে মার্কিন ক্রেতাদের কাছ থেকে ইতিবাচক বার্তা পাচ্ছি। চীন থেকে অনেক ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে।' সব মিলিয়ে ব্যবসা মন্দ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

million, up from $12 million in July

বণিক বার্তা

05 AUG 2025

ইপিবির প্রতিবেদন

জুলাইয়ে ৪৭৭ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বাংলাদেশ থেকে ৪৭৭ কোটি ৫ লাখ ৯০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ দশমিক ৯০ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রফতানি হয় ৩৮১ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের পণ্য। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে গতকাল প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এ চিত্র দেখা গেছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে ৩৯৬ কোটি ২৬ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭৮ কোটি ৪১ লাখ ডলার বা ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পোশাক খাতে পণ্য রফতানি হয়েছিল ৩১৭ কোটি ৮৪ লাখ ডলারের।

অর্থবছরের প্রথম মাসে বিশেষায়িত বস্ত্র খাতে রফতানি হয়েছে ৩ কোটি ডলারের পণ্য, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রফতানি হয়েছিল ২ কোটি ৬৬ লাখ ডলারের পণ্য।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে হোম টেক্সটাইল খাতে রফতানি হয়েছে ৬ কোটি ৮০ লাখ ডলারের পণ্য, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬ কোটি ডলার। সে হিসাবে প্রবৃদ্ধি ১৩ দশমিক ২৪ শতাংশ।

জুলাইয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি বেড়েছে ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এ খাতে রফতানি হয়েছে ১২ কোটি ৭৩ লাখ ডলারের পণ্য। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৯ কোটি ৮২ লাখ ডলার।

ইপিবির হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে কৃষিপণ্য রফতানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের, যা বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ১২ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গত বছরের জুলাইয়ে কৃষিপণ্য রফতানি হয়েছিল ৮ কোটি ডলারের।

জুলাইয়ে অন্যান্য পণ্যের মধ্যে হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রফতানি ৪২ দশমিক ৭১ শতাংশ, প্লাস্টিক পণ্য ৭ দশমিক ৪১ শতাংশ ও হস্তশিল্প পণ্য ৯ দশমিক ২৭ শতাংশ বেড়েছে। পাট ও পাট জাতীয় পণ্যের রফতানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে মোট পণ্য রফতানি হয়েছে ৪ হাজার ৮২৮ কোটি ডলারের, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩৮১ কোটি ডলার বা ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেশি ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রফতানি হয়েছিল ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের পণ্য।

The Financial Express
05 AUG 2025

Upbeat start of new FY with 25pc export growth

July shipments fetch Bangladesh $4.77b

FE REPORT

Bangladesh boasts an upbeat beginning of the fiscal year with merchandise exports recording a double-digit growth of about 25 per cent to US$ 4.77 billion in July, overwhelmingly banking on apparel as before.

As much-cherished export diversification makes little headway over the years, the export basket stays lopsided as before with a single product-readymade garments--making the most in earning in the first month of the financial year 2025-26.

Out of the total, RMG fetched US$3.96 billion, marking 24.67-percent growth.

The country had earned US$3.81 billion in July 2024, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released Monday.

Within the RMG segment, knitwear exports rose by 26.01 per cent to US$ 2.17 billion, while woven garments grew by 23.08 per cent to US$1.78 billion.

Asked about the export performance at the outset of the year-still under shadows of the political upheaval leading to regime change--

As before, export basket remains lopsided with single product—apparel

Advance shipments to leapfrog US tariff-hike deadline provides a trade push: BGMEA chief

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan said in July 2024 there were production and shipment disruptions due to the countrywide turbulent situation amid the mass uprising.

"Besides, there were some advanced shipments to meet the July-31st deadline and avoid possible enhanced tariffs by the Trump administration," he notes.

These factors pushed up the growth last July compared to that of July 2024, the BGMEA president explains, apprehending a slower growth in August, as tariff

Meantime, home textiles marked a 13.24-percent growth to $68.08 million in the first month of the current fiscal year of 2025-26.

Earnings from jute and jute-goods exports marked 4.92-percent growth to fetch US$ 55.44 million.

Earnings from leather and leather products registered 29.65-percent year-on-year

according to Export Promotion Bureau (EPB) data released Monday.

Within the RMG segment, knitwear exports rose by 26.01 per cent to US$ 2.17 billion, while woven garments grew by 23.08 per cent to US$1.78 billion.

Asked about the export performance at the outset of the year-still under shadows of the political upheaval leading to regime change--

product apparel | push: BGMEA chief

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan said in July 2024 there were production and shipment disruptions due to the countrywide turbulent situation amid the mass uprising.

"Besides, there were some advanced shipments to meet the July-31st deadline and avoid possible enhanced tariffs by the Trump administration," he notes.

These factors pushed up the growth last July compared to that of July 2024, the BGMEA president explains, apprehending a slower growth in August, as tariff turmoil has yet to dissipate.

On July 7, US President Donald Trump officially notified Bangladesh of a flat 35-percent tariff to be imposed on all Bangladeshi exports which on August 01 was reduced to 20 per cent, following tradeoffs.

However, there was a clause that if the exporters could ship their products to the inland container depot by July 31, they would be charged old tariff rate, which sent exporters in scrambles to dispatch the products as early as possible.

Almost all major sectors, including agricultural products, frozen and live fishes, leather and leather goods, home textiles in the first month of FY'26, experienced positive growth.

Meantime, home textiles marked a 13.24-percent growth to $68.08 million in the first month of the current fiscal year of 2025-26.

Earnings from jute and jute-goods exports marked 4.92-percent growth to fetch US$ 55.44 million.

Earnings from leather and leather products registered 29.65-percent year-on-year growth, earning US$127.38 billion.

Agricultural products earned US$90.50 million, showing a growth of 12.86 per cent.

Frozen and live-fish exports recorded 42.71-percent growth to earn US$ 41.20 million in July'25, led by shrimp shipments that increased by 47.38 per cent to US$31.23 million.

Engineering products recorded 74.45-percent growth and earned US$ 58.23 million.

Plastics exports came to US$21.16 million in July last with a growth of 7.41 per cent.

Bangladesh earned US$48.28 billion in the last fiscal year, marking an 8.58-percent year-on-year growth in exports.

Munni_fe@yahoo.com

million, up from $12 million in July

The Financial Express
05 AUG 2025

Will Chinese exports continue to defy Trump's trade war?

WILLIAM SANDLUND IN HONG KONG AND DELPHINE STRAUSS AND IAN SMITH IN LONDON
FT SYNDICATION SERVICE

China is due to release July trade data on Thursday, with economists expecting its exports to rise by 5 per cent year on year, delivering a bumper monthly trade surplus of $103.4bn.

The country's ballooning surpluses are set to continue. Goldman Sachs expects the country to achieve an annual trade surplus equal to 4.9 per cent of GDP this year, up from 4.1 per cent in 2024.

The strength of exports comes despite the fact that China's shipments to the US have sharply declined under the weight of President Donald Trump's 30 per cent tariffs.

Customs data showed a 10.9 per cent fall in exports to the US in June, even as China recorded a trade surplus that month of $114.8bn. The numbers highlight the extent to which nimble global supply chains have allowed Chinese businesses to reroute trade.

Factory gate prices have been contracting since October 2022, making Chinese manufactured goods extremely competitive. Many are also of world-class quality, in industries ranging from batteries to electric vehicles and solar panels.

But there are signs that the pace of export growth could soon start to slow.

Last week, separate purchasing managers' indices for the manufacturing sector prepared by China's statistics office and the Caixin media group both missed expectations, as a fall in export orders and weak domestic demand took their toll.

Analysts at BofA Global Research said that the weakening of new export orders "could be an early sign that momentum is beginning to fade". Looking ahead, they warned, "the risk is skewed to the downside in the absence of additional policy stimulus". William Sandlund

What signals can we expect from Bank of England rate setters?

Swaps markets suggest a more than 85 per cent probability of a quarter point interest rate cut from the Bank of England on Thursday, taking the bank's policy rate to 4 per cent. Deepening divisions on the BoE's Monetary Policy Committee make it much less likely that the central bank will give a clear steer on how it expects policy to evolve further ahead.

With doves on the committee worrying about a weakening jobs market, and hawks focused on a continued overshoot in headline inflation, the MPC is likely to stick to its current guidance of a "gradual and careful" approach to cutting rates, while keeping its options open for decisions at future meetings.

Economists said last month's unexpected uptick in UK inflation would make it difficult for the BoE to justify a faster pace of cuts than markets are already expecting – on top of Thursday's expected cut, swaps markets suggest another two quarter point cuts will take the benchmark rate to 3.5 per cent by April's meeting.

But Michael Saunders, a former MPC member now at the consultancy Oxford Economics, said developments since the BoE last published economic forecasts in May were unlikely to swing the balance of opinion on the committee in a more hawkish direction:

"Monetary policy remains quite tight. Fiscal policy is tightening, and the Budget may include further tax hikes this year. Trade policy uncertainty remains high, deterring investment and hiring. The resultant disinflationary effects for the UK may be reinforced by trade diversion from China." Delphine Strauss

Can US stocks keep rising?

Weaker than expected US jobs data knocked the stuffing out of the dollar, but also added to negative pressure on stocks, on top of the latest tariffs announcements from Donald Trump.

Friday's news came after a string of second-quarter earnings releases had propelled US tech stocks to fresh highs, taking Microsoft's market value through the $4tn threshold crossed a few weeks earlier by chipmaker Nvidia. But a weaker showing on Thursday for Amazon then helped to sap the mood.

Deeper cuts in US interest rates, now expected on the back of the jobs data, could be a boon to stocks, especially tech companies, as they would flatter the present value of future cash flows while fuelling economic growth.

But if the jobs numbers signal greater economic damage from the trade war than previously anticipated, this will test how much investors are willing to bet on the dominant theme for growth assets – the rise and rise of AI – at a time when stock valuations have reached a record high by some measures.

Analysts at UBS Global Wealth Management said there had been "more beats than misses" in the tech earnings season. They now expect global tech earnings to grow 15 per cent this year, up from their previous estimate of 12 per cent.

"Recent earnings are in line with our positive view on the structural growth of AI," said Ulrike Hoffmann-Burchardi, chief investment officer for the Americas.

Chinese exports have powered ahead despite Donald Trump's 30pc tariffs — AFP

বাণিজ্য ভবন
ঢাকা।

The Financial Express

05 AUG 2025

Global manufacturers call on US buyers for shared tariff shock responsibility

FE REPORT

Global garment manufacturers called on US buyers for shared responsibility on Monday, as tariffs are putting the industry, workers, and sustainability at risk.

They further urged brands and retailers to honor existing commitments to responsible purchasing practices (RPP), including fair payment terms, predictable and transparent order planning, shared risk especially in times of crisis, and no last-minute cancellations or retroactive discounts.

The latest escalation of punitive tariffs by the US administration risks destabilizing the global garment and textile industry, manufacturers united under the International Apparel Federation (IAF), the Sustainable Textiles of the Asian Region (STAR) Network, and the joint IAF-STAR Program, Sustainable Terms of Trade Initiative (STTI) said in a joint statement.

Starting from August 07, most apparel imports from key producing countries will face additional US tariffs, mostly in the range of 15 percent to 25 percent.

Even though this is lower than the previously announced on April 02, they still represent a sharp increase in costs.

They added, "Combined with a higher level of uncertainty for business, this creates a more challenging environment for workers' rights and progress on environmental sustainability." "Tariffs hurt everyone, including Americans. Buyers must uphold responsible purchasing practices now more than ever," read the joint statement.

The garment and textile sector is one of the most globalised industries in the world, employing over 75 million people-most of them women.

The current US tariffs will not bring jobs back to the US, nor will they strengthen the domestic industry. They would increase clothing prices for US consumers, disproportionately affecting low-income households while negatively impacting sales and profits for companies.

They would further push production to happen in a rushed and unsustainable way and undermine ongoing commitments to fair labor and environmental protection while risking job losses and factory closures in manufacturing countries.

"These measures mirror the uncertainty of the COVID period," it said, adding, "Only this time, it's man-made."

Suppliers operate on thin margins, with wages fixed by national regulations and rising costs for materials and logistics.

With little-to-no room to absorb a cost increase of up to 40 percent, suppliers warn that passing these shocks onto them could undo years of progress on decent work, wages, and sustainability.

Munni_fe@yahoo.com

05 AUG 2025

The Daily Star

Exports hit 32-month high in July

JAGARAN CHAKMA

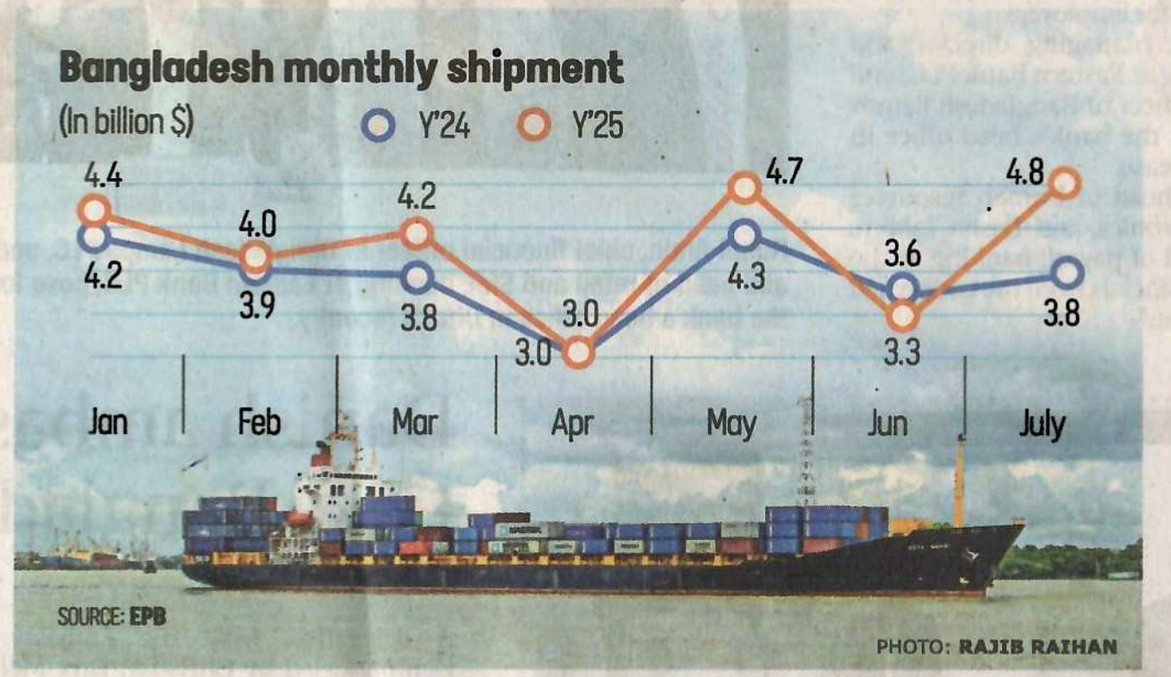

The country's exports rose to $4.77 billion in July, up nearly 25 percent from $3.82 billion a year earlier, according to the Export Promotion Bureau (EPB), marking the highest monthly earnings from merchandise shipment since November 2022.

Key contributors to the growth in the first month of the new fiscal year included pharmaceuticals, leather goods, engineering products and an increase in ready-made garment (RMG) shipments.

Frozen fish, vegetables and tobacco also performed well, while tea and glassware exports fell.

This development came just a day after the Bangladesh Bank reported a 29 percent year-on-year increase in remittance income in July, maintaining buoyancy as more than 40 lakh Bangladeshis have gone abroad for work over the past four years.

After the political changeover in August last year, exports and remittances together have helped ease pressure on the foreign exchange reserve.

The country's external balance returned to surplus in the recently concluded fiscal year 2024-25, following three years of persistent deficits.

Anwar-ul-Alam Chowdhury Parvez, president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), said the export growth did not come from exceptional demand or from front-loading, a practice where exporters rush shipments in anticipation of tariffs or other supply chain issues.

"The nearly 25 percent export growth in July was not a response to looming American tariffs, but rather a result of seasonal factors and a low base in that month last year," said the business leader.

He pointed out that political unrest in July last year had disrupted production, with many factories unable to operate fully. "This year, production did not face similar incidents," he said.

"So, the growth reflects a seasonal rebound rather than extraordinary demand."

Although the July figures appear promising, Parvez urged caution. "US and European buyers are still hesitant. Some were holding back orders until early August."

He added that exports might fall in August and September, typically a lean period. "Things should begin improving again from October."

Parvez also talked about the potential impact of the United States reducing reciprocal tariffs to 20 percent from 35 percent. He said there was no immediate effect.

"But, if retail prices rise by even $2 to $3, hypermarkets like Walmart and Target may cut volume. Sales could drop 30 percent to 35 percent."

Most current shipments are part of the winter collection and are expected to

products will begin shipping from September.

"Many orders were booked earlier, but final confirmation was delayed. This week is key. It may take three to four more months for full clarity," he said.

Asif Ibrahim, vice chairman of Newage Group and a former

last year.

Wasim Haider, international marketing manager at Beximco Pharmaceuticals, said the surge likely resulted from multiple overlapping factors.

"This kind of jump is unusual for July," he told The Daily Star, pointing to delayed June documentation and new product approvals as possible

2024-25, following three years of persistent deficits.

Anwar-ul-Alam Chowdhury Parvez, president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), said the export growth did not come from exceptional demand or from front-loading, a practice where exporters rush shipments in anticipation of tariffs or

and a low base in that month last year," said the business leader.

He pointed out that political unrest in July last year had disrupted production, with many factories unable to operate fully. "This year, production did not face similar incidents," he said.

"So, the growth reflects a seasonal rebound rather than extraordinary demand."

He added that exports might fall in August and September, typically a lean period. "Things should begin improving again from October."

Parvez also talked about the potential impact of the United States reducing reciprocal tariffs to 20 percent from 35 percent. He said there was no immediate effect.

products will begin shipping from September.

"Many orders were booked earlier, but final confirmation was delayed. This week is key. It may take three to four more months for full clarity," he said.

Asif Ibrahim, vice chairman of Newage Group and a former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the strong performance in July was driven by a mix of global and domestic factors.

"One major driver was the front-loading of orders by international buyers, especially from the United States," Ibrahim told The Daily Star. "Concerns over potential tariff hikes led many brands to speed up their shipments, pushing a large volume of orders into July."

He added that geopolitical tensions and trade uncertainties, particularly around China, had reshaped global sourcing strategies. As buyers looked to diversify, Bangladesh gained ground as a reliable option.

Ibrahim said traditional markets such as the European Union, United States and Canada continued to show strong demand, while non-traditional markets, including Japan, India and Australia, saw rapid growth.

He also commented that Bangladesh's improved compliance in factories, greater efficiency and rising focus on sustainability had made the sector more competitive globally.

"These combined dynamics created an unusually high volume of exports in July," he said. "It is a positive signal for the sector's performance in the quarters ahead."

Pharmaceutical exports saw the highest growth, jumping 61.85 percent year-on-year to reach $19 million, up from $12 million in July last year.

Wasim Haider, international marketing manager at Beximco Pharmaceuticals, said the surge likely resulted from multiple overlapping factors.

"This kind of jump is unusual for July," he told The Daily Star, pointing to delayed June documentation and new product approvals as possible reasons.

In July, leather footwear exports rose by 26 percent. But Nasir Khan, chairman and managing director of Jennys Shoes, said the gains could have been far greater if not for delays and corruption.

"Our shipments often stall at ports due to slow bond clearances," he said, adding that exporters face demands for "bribes up to Tk 5 lakh just to move files."

Khan claimed that a network of "unofficial lobbying quarters" and influential officials had taken control of key export approvals, holding back one of the most promising sectors outside the RMG industry.

Despite rising global demand, he said red tape, middlemen and "grease money" continue to undercut the sector's full potential.

"But, if retail prices rise by even $2 to $3, hypermarkets like Walmart and Target may cut volume. Sales could drop 30 percent to 35 percent."

Most current shipments are part of the winter collection and are expected to continue through mid-August. Summer and Christmas

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
~~The Financial Express~~

0 5 AUG 2025

Country sees record $4.77b exports in July, up nearly 25% YoY

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's exports hit an all-time monthly high in July, reaching $4.77 billion – marking a 24.9% year-on-year increase, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB).

This is the highest single-month export figure the country has ever recorded.

Although exports briefly crossed the $5 billion mark in January 2024, that figure was later revised down to $4.12 billion. The previous monthly high stood at $4.63 billion in December 2024.

Exporters believe the July surge was a combination of factors – a post-Eid shipment pressure, I SEE PAGE 2 COL 4

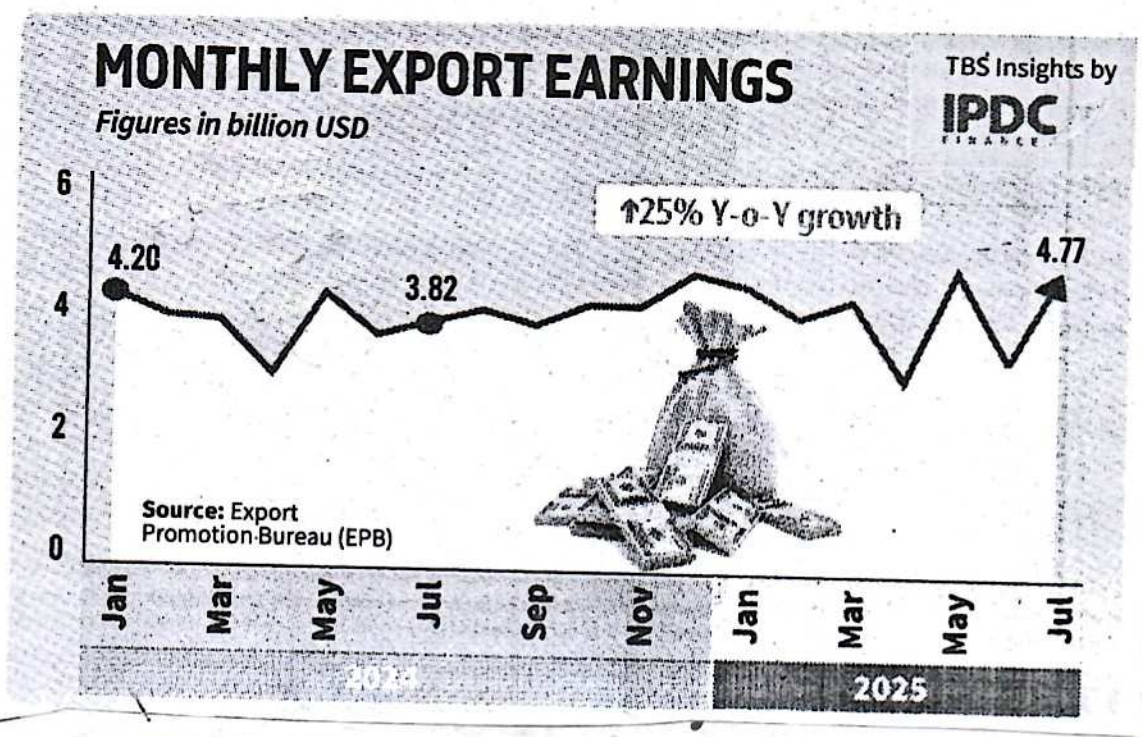

CONTINUED FROM PAGE 1

uncertainty over US tariff hikes, and a low base effect due to disruptions last year.

They pointed out that exports appear significantly higher this July because, during the same month last year, many factories were closed due to political unrest, leading to lower shipment volumes at the time.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, one of the country's leading apparel exporters, said, "Until July, US tariffs on Bangladeshi apparel were around 26%. Had the earlier tariff hike plan been enforced, it would have gone up to 56%. Although it was eventually reduced to around 36%, the uncertainty made US buyers push for earlier shipments."

"This is one of the reasons behind the rise in exports in July," he said. Shovon's company exports over $300 million annually and more than half of it goes to the US.

The US remains Bangladesh's single largest export market, accounting for approximately $8.4 billion in shipments annually.

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), pointed to last year's political unrest as another reason behind the sharp year-on-year growth.

"Due to the student and mass uprisings last July, factories were shut for around eight days. That meant a third of the month's production was lost, leading to lower exports," he told The Business Standard. "So, the base figure was already low."

"In reality, exports haven't grown that drastically – as the export figures were low at that time, the growth in July this year appears higher in comparison," he said.

Two other major exporters shared similar views, pointing out that many US buyers acted early to avoid supply chain risks amid trade policy uncertainties.

According to exporters, they are not worried about losing orders, as the Trump administration has reduced tariffs from 35% to 20%, and the rate remains either similar to that of other countries or lower than key competitors.

On the contrary, they believe export orders may increase further in the coming days.

MA Jabbar, managing director of DBL Group, a leading garment exporter, said, "Orders are a bit slow at the moment, which is normal. But we expect new orders to pick up in the coming months."

BKMEA President Mohammad Hatem urged exporters not to accept orders at discounted rates. "We must not absorb the pressure of 20% tariffs ourselves," he warned. "If anyone accepts lower-than-standard prices, they will suffer losses. There's no room for price cuts below the current rate."

Inamul Haq Khan Bablu, senior vice president of the BGMEA, told TBS, "Products shipped from Chattogram by 7 August will also be exempt from the additional tariffs. As a result, exporters are currently extremely busy as US buyers are pressing for shipments to be made before that."

"As a result, we expect to see strong export growth in August as well," he added.

According to EPB data, nearly 85% of the country's exports come from the apparel sector, which grew by around 25% year-on-year in July.

Several other sectors also posted healthy growth. Frozen and live fish exports rose by 43%, leather and leather products by 30%, other footwear by 44%, agricultural products by 13%, plastic products by 7%, home textiles by 13%, and jute goods by 5%.

Compared to June 2025, total exports in July increased by nearly 43%.